মূল ৪

কলঙ্কিনী নদী

সিকদার অনি নামের এক ভদ্রলোক আবার ক্ষেপে উঠেছে। তার সমস্যাটা হলো, তার একটি লেখা, নব্য বাংলা নামের নেটের একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়নি বলে। সে সেই ম্যাগাজিনের সম্পাদককে আক্ষেপ করে জানালো যে, তার লেখা না প্রকাশিত হওয়াতে তার কোন আপত্তি নেই, তবে ম্যাগাজিন করার পেছনে, সম্পাদকের উদ্দেশ্যটা কি, তা যেনো তাকে জানানো হয়। সে আরো লিখেছে যে, তার পাঠানো লেখাটিকে সম্পাদক সাহেব নাকি অশালীন বলেছে, তাই অশ্লীলতার সংজ্ঞা যেনো জানানো হয়। তার সাথে সাথে সে নিজে কিছু অশ্লীলতার সংজ্ঞা দিয়েছে। তার সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

আরব দেশে মেয়েরা বোরকা না পরলে, অশ্লীল বলে থাকে। অথচ, বাংলাদেশ সহ পাকিস্তান ভারতে মুসলিমরা বোরকা না পরলেও কেউ অশ্লীল বলেনা। অথচ, ওড়নার একটু বেশকম হলেই অশ্লীল বলে থাকে। একটু দূরে যান, পশ্চিমা দেশগুলোতে মেয়েরা ওড়না তো দূরের কথা, বিকিনি পরে সী বীচে লাফালাফি করলেও কেউ অশল্লীল বলেনা।

আর একটু গভীরে যান। ফ্রান্স সহ, রাশিয়া এবং রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে, ন্যুডিস্ট সম্প্রদায় পৃথিবী বিখ্যাত। তারা পুরোপুরি নগ্ন হয়ে চলাফেরা করে, অথচ, কেউ তাদের অশ্লীল বলেনা।

চমৎকার লিখেছে ভদ্রলোক। আমারো খুব পছন্দ হয়েছে। আর আমার কেনো যেনো মনে হয়, সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দিয়েছে। তাইতো, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। মায়ামী বীচে, বোরকা পরা একটি মেয়েকে যেমনি বেমানান লাগবে, পতেঙ্গা অথবা কক্সবাজার বীচে (পর্যটকদের জন্যে নির্ধারিত এলাকা ছাড়া) তেমনি স্যালোয়ার কামিজ পরেও একটি মেয়ে সাগরের পানিতে সাতার কাটলেও বেমানান লাগবে। কিন্ত, আমার কেনো যেনো মনে হয়, ছোট খাট একটা সমস্যা সে রেখে গিয়েছে কথাগুলোর মাঝে। তা হলো, আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে বলবো, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, *ন্যুডিস্ট সম্প্রদায় যদি নগ্ন চলাফেরা করতে পারে, তাহলে তার একটি অশালীন লেখা নব্য বাংলায় প্রকাশিত হয়নি কেনো?*

সমস্যাটা এখানেই।

ইদানীং, সবাই বলে থাকে, আমি নাকি সমস্যা ধরে দিয়ে, নিজে কেটে পরি। না, এবার তা করবোনা। নব্য বাংলার সম্পাদক সাহেব অত্মপক্ষ রক্ষার জন্যে সব দোষ নব্য বাংলার উপদেষ্টাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আর সেই সুযোগে আমাকেও তার উপদেষ্টা বানিয়ে ফেলেছেন। তা ঠিক, মাঝে মাঝে সম্পাদক সাহেবের সাথে মেইল চালাচালি হয়, অনলাইনে চ্যাট হয়। আর তাই এবার সিকদার অনির পক্ষ হয়ে লিখবো।

সিকদার অনির মনের কথা বুঝতে খুব কষ্ট হয়নি আমার। উন্নত দেশগুলোতে যা অবাধে চলছে, ঠিক একই ব্যাপার যদি, বাংলাদেশের খুব সাধারণ একটা নেট মাধ্যমে এত বাঁধা আসে, তাহলে হাস্যকর নয় কি? বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা নয় কি?

আমি এক কথায় বলবো, ঠিক তাই। তবে তার জন্যে, তার আগে আমাদের অনেক করনীয় কাজ রয়ে গেছে। ঠিক আছে, নিজেকে দিয়ে একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, এক বিকেলে আমি গেলাম পতেঙ্গা বীচে, কিছু আপত্তিকর পোষাক পরে, যা শুধু মায়ামী বীচে মানায়। তখন ব্যাপারটা কি হবে? কিছুই না। অসংখ্য চোখ জড়ো হবে আমার দিকে। আর সেই সুযোগে ধর্মীয় কোন গোষ্ঠী, নিজের ন্যাংটির হুশ হারিয়ে তেড়ে আসবে আমাকে উত্তম মাধ্যম করতে।

নাহ, তাদেরকে আমি কক্ষনো দোষ দিই না। কারণ, এর জন্যে দায়ী আমাদের অর্থনীতী। যে দেশের অর্থনীতী যত দুর্বল, সেই দেশের মানুষের স্বাধীনতা তত দুর্বল। আর তাই, নিজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্যেই, প্রথমে পুরো দেশের অর্থনীতীটাকে মজবুত করে ফেলতে হবে। কারণ, আমার যে দেশের দরিদ্র, বাসস্থানহীন যুবতী মেয়েটি, পয়সার অভাবে পোষাক পরতে পারছেনা, সেখানে যদি আমি বিনোদনের খাতিরে পোষাক না পরি, তাহলে কারো মেনে নেবার কথা না।

আবারো হয়তো অনেকে বলবে, সমস্যাতো রয়েই গেলো। অর্থনীতীটা চাঙ্গা হবে কি করে?

জী, পথ তো অনেক আছে। আমার আগের লেখায়, ডঃ ইউনুসকে নিয়ে যারা খারাপ কথা বলেছিলো, তাদেরকে একরকম তুই তোকার করেছি, শুধুমাএ গুণীজনের মূল্যায়নটা যেনো না কমে। তাই বলছি, কেউ যদি কোন ভালো কাজে নেমে আসে তাহলে, তাকে বাঁধা না দিয়ে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়াটাই উত্তম। না, শুধু উত্তম নয়, উচিৎ। আর সেই সাথে, নিজেও নিজের ক্ষমতার গণ্ডীতে ডঃ ইউনুসের মতোই এক একটি প্রজেক্টে নেমে পরলেই তো হয়ে গেলো। শেখ হাসিনা কি করলো, খালেদা জিয়া কি করলো, তাদের চামচারা কি করলো, এই নিয়ে ভেবে কি লাভ আছে? শুধুই তো সময় নষ্ট। কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছেনা।

তারপরো পরিস্কার হলোনা? মনে করেন, আপনি একজন ডাক্তার অথবা, ইঞ্জিনীয়ার, অথবা প্রফেসর। বাজার করার এত সময় কই আপনার? তাই কাজের লোক রাখছেন। ভাবছেন, সেই কল্যানে একটা গরীব ছেলেও খেয়ে পরে বাঁচলো। না সেই গরীব ছেলেটা কিন্তু বাঁচেনি। সেই গরীব ছেলেটা গরীব থেকে যাবে তার পরবর্তী বংশধর সহ। বরং আপনি আপনার অনেক ব্যাস্ত সময়ের মাঝেই বাজার করার মতো সময়টি তৈরী করে নিতে পারেন। আর একটি গরীব ছেলেকে, পয়সা না দিয়ে পারেন, অন্তত এমন কিছু পরামর্শ দিন যাতে করে তার দারিদ্র মোঁচে যাবে। নাহ, একদিনে হবেনা। প্রথম দিন সে আপনার কথা শুনবে, পরদিনই ভুলে যাবে। আপনি আবারো করবেন, বারবার, ডঃ ইউনুসের মতোই। একদিন না একদিন আপনার প্রজেক্ট সফল হবেই।

একটা উদাহরন দিলাম মাএ। তেমনি হাজার হাজার প্রজেক্ট আমাদের চারিদিকে ঘুরছে। আমরা শুধু খোঁজে পাচ্ছিনা। যেদিন আমাদের নিজ নিজ প্রজেক্টগুলো সব সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আশা করি অর্থনীতীটাও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। রাজনীতীর ধারে কাছেও কেউ থাকবেনা। তখন আর পশিচমা বিনোদনেও কেউ বাধা দেবেনা। কারন, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যাস্ত, কে কাকে বাঁধা দেবে। এখন তো সবার অনেক অবসর, নষ্ট করার মতো প্রচুর সময়। বাধাতো দেবেই।

তবে একটা কথা, অশালীন ব্যাপারগুলো কিন্তু পুরো বিশ্বেই নিন্দার চোখে। উন্নত বিশ্বে কিছু কিছু বিশেষ ব্যাপারে শিথিল বলে সবাই জানে। আসলে কিন্তু তা নয়। অপরাধ দমনের জন্যে, কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যাপার শিথিল করে রাখা হয়েছে, যেনো যারা সৃষ্টির কাজে ব্যাস্ত, তাদের কাজে যেনো কোন বাঁধা না আসে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা যেনো ঠাণ্ডা থাকে। আর তাই, সে সব দেশে কথায় কথায় কেউ রাস্তায় বেড়িয়ে মিটিং মিছিল করেনা, দাঙ্গা হাঙ্গমা করেনা। এবং দেশগুলো উন্নত। সবাই স্বাধীন মতো, যা খুশী তাই করতে পারে।

তেমনি একটা পরিবেশ আমাদের দেশে অনেক আগেই আসার কথা ছিলো। কেননা, আমাদের দেশের জনসংখ্যাই শুধু বেশী নয়। বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও বেশী। অথচ, ঐসব বুদ্ধিজীবীরা সঠিক কোন বুদ্ধির চর্চা করেনা।

সবশেষে বলবো, সিকদার অনি, আপনি আপনার মতো করে লিখে যান। কারন, সমাজে সব ধরনের সাহিত্যেরই প্রয়োজন আছে বলে, ব্যাক্তিগতভাবে আমি মনে করি। নব্য বাংলায়, আপনার লেখা প্রকাশিত হয়নি তাতে কি? কোথাও না কোথাও প্রকাশিত হবে। তবে মাঝে মাঝে সৃষ্টি নিয়েও ভাববেন। সম্ভবত, নব্য বাংলার সম্পাদকও আপনাকে তেমনি একটা পরামর্শ দিয়েছিলো।